# ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

## কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

## তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

### مجموعة (أ) : ترجمة الايات مع التفسير

### ক অংশ: তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ

(৮টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৮×৫=৪০)

## سورة الأنبياء (সূরা আল আম্বিয়া)

**প্রশ্ন: ১ | আয়াত নং ১ - ৫:**

اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون - ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون - لاهية قلوبهم - واسروا النجوى - الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم - افتأتون السحر وانتم تبصرون - قل ربى يعلم القول فى السماء والارض - وهو السميع العليم - بل قالوا اضغاث احلام بل افتره بل هو شاعر - فليأتنا باية كما ارسل الاولون -

**প্রশ্ন: ২ | আয়াত নং ৬ - ৭:**

ما امنت قبلهم من قرية اهلكنها - افهم يؤمنون - وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - وما جعلنهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خلدين - ثم صدقنهم الوعد فانجينهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين -

**প্রশ্ন: ৩ | আয়াত নং ১২ - ১৮:**

فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون - لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومسكنكم لعلكم تسئلون - قالوا يويلنا انا كنا ظلمين - فما زالت تلك دعوهم حتى جعلنهم حصيدا خمدين - وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لعبين - لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنه من لدنا - ان كنا فعلين - بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق - ولكم الويل مما تصفون -

**প্রশ্ন: ৪ | আয়াত নং ৩০ - ৩৫:**

او لم ير الذين كفروا ان السموت والارض كانتا رتقا ففتقنهما - وجعلنا من الماء كل شىء حى - افلا يؤمنون - وجعلنا فى الارض رواسى ان

تميد بهم - وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون - وجعلنا السماء سقفا محفوظا - وهم عن ايتها معرضون - وهو الذى خلق اليل والنهار والشمس والقمر - كل فى فلك يسبحون - وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد - افائن مت فهم الخلدون - كل نفس ذائقة الموت - ونبلوكم بالشر والخير فتنة - والينا ترجعون -

**প্রশ্ন: ৫ | আয়াত নং ৪৪ - ৪৭:**

قل انما انذركم بالوحى - ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون - ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يويلنا انا كنا ظلمين - ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئا - وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها - وكفى بنا حسبين -

**প্রশ্ন: ৬ | আয়াত নং ৫১ - ৫৪:**

ولقد اتينا ابرهيم رشده من قبل وكنا به علمين - اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التى انتم لها عكفون - قالوا وجدنا اباءنا لها عبدين - قال لقد كنتم انتم واباؤكم فى ضلل مبين -

**প্রশ্ন: ৭ | আয়াত নং ৭৮ - ৮২:**

وداود وسليمن اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم - وكنا لحكمهم شهدين - ففهمناها سليمن - وكلا اتينا حكما وعلما - وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير - وكنا فعلين - وعلمنه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم - فهل انتم شكرون - ولسليمن الريح عاصفة تجرى بامره الى الارض التى بركنا فيها - وكنا بكل شىء علمين - ومن الشيطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك - وكنا لهم حفظين[১১, ১২] -

**প্রশ্ন: ৮ | আয়াত নং ৮৩ - ৮৮:**

وايوب اذ نادى ربه انى مسنى الضر وانت ارحم الرحمين - فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتينه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعبدين - واسمعيل وادريس وذا الكفل - كل من الصبرين - وادخلنهم فى رحمتنا - انهم من الصلحين - وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمت ان لا اله الا انت سبحنك - انى كنت من الظلمين : فاستجبنا له ونجينه من الغم - وكذلك ننجى المؤمنين -

**প্রশ্ন: ৯ | আয়াত নং ৯৪ - ১০০:**

فمن يعمل من الصلحت وهو مؤمن فلا كفران لسعيه - وانا له كتبون - وحرم على قرية اهلكنها انهم لا يرجعون - حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون - واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة ابصار الذين كفروا - يويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظلمين - انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم - انتم لها وردون - لو كان هؤلاء الهة ما وردوها - وكل فيها خلدون - لهم فيها زفير وهم فيها لايسمعون -

**প্রশ্ন: ১০ | আয়াত নং ১০৪ - ১০৯:**

يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب - كما بدأنا اول خلق نعيده - وعدا علينا - انا كنا فعلين - ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصلحون - ان فى هذا لبلغا لقوم عبدين - وما ارسلنك الا رحمة للعلمين - قل انما يوحى الى انما الهكم اله واحد - فهل انتم مسلمون - فان تولوا فقل اذنتكم على سواء - وان ادرى اقريب ام بعيد ما توعدون –

## প্রশ্ন-১ | আয়াত নং ১ - ৫
## (اقترب للناس حسابهم... থেকে ... كما ارسل الاولون পর্যন্ত)

### ১. উপস্থাপনা:
আলোচ্য আয়াতগুলো পবিত্র কুরআনের ২১তম সূরা 'আল আম্বিয়া'-এর প্রারম্ভিক আয়াত। মক্কী এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের ভয়াবহতা এবং মানুষের উদাসীনতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কাফেররা মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত নিয়ে যেসব বিদ্রূপ করত, এই আয়াতগুলোতে তার খণ্ডন এবং কেয়ামতের আসন্ন হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

### ২. অনুবাদ:
মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে। তাদের রবের পক্ষ থেকে যখনই কোনো নতুন উপদেশ (কুরআনের আয়াত) আসে, তারা তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে বলে, "এ (মুহাম্মদ সা.) তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা কি দেখে-শুনে জাদুর কবলে পড়ছ?" নবী বললেন, "আমার রব আসমান ও জমিনে উচ্চারিত প্রতিটি কথাই জানেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" বরং তারা বলে, "এগুলো তো অলীক স্বপ্ন, বরং সে তা মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, বরং সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেমন পূর্ববর্তীরা প্রেরিত হয়েছিল।"

### ৩. তাফসীর (তাফসীরে ইবনে কাসিরের আলোকে):
- **কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া:** আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করছেন যে, কেয়ামত অতি সন্নিকটে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনই কেয়ামতের অন্যতম আলামত। অথচ মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ 'গাফেল' বা উদাসীন হয়ে আছে।

- **কাফেরদের বিদ্রূপ:** কাফেররা কুরআন শোনার সময় খেলাধুলা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে মগ্ন থাকত। তাদের অন্তর সত্য গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না। তারা গোপনে একে অপরকে বলত যে, মুহাম্মদ (সা.) একজন সাধারণ মানুষ (বাসার), তার পক্ষে নবী হওয়া অসম্ভব। তারা কুরআনের আয়াতকে 'জাদু' বা 'কবিতা' বলে উড়িয়ে দিতে চাইত।

- **হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জবাব:** আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে শিখিয়ে দিলেন যে, তোমরা গোপনে যা বলছ, আল্লাহ তার সবই জানেন। তিনি আসমান-জমিনের সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত।

- **মুজিজা দাবি:** মক্কার কাফেররা হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনী বা মুসা (আ.)-এর লাঠির মতো বিশেষ মুজিজা দাবি করত। আল্লাহ তাদের এই দাবির অসারতা পরবর্তী আয়াতে তুলে ধরেছেন।

**৪. সারসংক্ষেপ:**

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের হিসাব অত্যন্ত নিকটে। নবীদের মানুষ হওয়া নবুওয়াতের প্রতিবন্ধক নয়। সত্য আসার পরও যারা বিদ্রূপ করে এবং অলৌকিকতার অজুহাত খোঁজে, তাদের পরিণতি ভয়াবহ।

---

**প্রশ্ন-২ | আয়াত নং ৬ - ৭**

**(ما امنت قبلهم من قرية ... থেকে ... واهلكنا المسرفين পর্যন্ত)** [3]

**১. উপস্থাপনা:**

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে মক্কার কাফেরদের দাবিকৃত মুজিজা বা অলৌকিক নিদর্শনের প্রেক্ষিতে আল্লাহর সুন্নাত বা রীতি বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিসমূহ কীভাবে নবীদের অস্বীকার করে ধ্বংস হয়েছে এবং নবীরা যে মানুষই ছিলেন, তা এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে।

**২. অনুবাদ:**

তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তারা ঈমান আনেনি; তবে এরা কি ঈমান আনবে? আপনার পূর্বে আমি পুরুষদের (মানুষকেই) পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করতাম। সুতরাং তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের (আহলে কিতাবদের) জিজ্ঞেস করো। আমি তাদেরকে (নবীদের) এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাবার খেত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। অতঃপর আমি তাদের দেওয়া ওয়াদা সত্যে পরিণত করলাম। ফলে আমি তাদেরকে এবং যাদের ইচ্ছা করলাম তাদের রক্ষা করলাম এবং সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করে দিলাম।

## ৩. তাফসীর (তাফসীরে ইবনে কাসিরের আলোকে):

- **ধ্বংসের সুন্নাত:** আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন কোনো জাতি নির্দিষ্ট কোনো মুজিজা দাবি করে এবং তা প্রদর্শনের পরও ঈমান আনে না, তখন তাদের তাৎক্ষণিক ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পূর্বের জাতিগুলো এভাবেই ধ্বংস হয়েছে। মক্কাবাসীদের দাবি পূরণ না করাটা মূলত তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত, যাতে তারা তাৎক্ষণিক ধ্বংস না হয়।

- **নবীগণ মানুষ ছিলেন:** কাফেরদের দাবি ছিল, নবী কেন ফেরেশতা হলেন না? এর জবাবে আল্লাহ বলেন, পূর্ববর্তী সকল নবীই 'রিজাল' বা পুরুষ মানুষ ছিলেন। তাঁরা ফেরেশতা ছিলেন না যে পানাহার করবেন না। মানুষের হেদায়েতের জন্য মানুষ নবীই যুক্তিযুক্ত।

- **আহলে জিকির:** আল্লাহ মক্কার মুশরিকদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, তোমরা যদি এ বিষয়ে অজ্ঞ হও, তবে যারা কিতাব বা পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থ সম্পর্কে জানে (ইহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিত), তাদের জিজ্ঞেস করো যে, পূর্বের নবীরা মানুষ ছিলেন নাকি ফেরেশতা।

## ৪. সারসংক্ষেপ:

আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী-রাসূল মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা পানাহার ও মানবিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। নির্দিষ্ট মুজিজা দেখার পরও অবিশ্বাস করলে আল্লাহর আজাব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

---

## প্রশ্ন-৩ | আয়াত নং ১২ - ১৮
## (فلما احسوا بأسنا... থেকে ... ولكم الويل مما تصفون পর্যন্ত) [4]

### ১. উপস্থাপনা:

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহর আজাব যখন এসে পড়ে, তখন অবিশ্বাসীদের অসহায় অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আসমান-জমিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের বিষয়টি এখানে অত্যন্ত জোরালোভাবে বর্ণিত হয়েছে।

### ২. অনুবাদ:

অতঃপর যখন তারা আমার আজাবের টের পেল, তখন তারা সেখান থেকে পালাতে লাগল। (বলা হলো) "পলায়ন করো না এবং ফিরে যাও সেই ভোগ-

বিলাসের উপকরণের দিকে, যাতে তোমরা মগ্ন ছিলে এবং নিজেদের বাসগৃহে; যাতে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা যায়।" তারা বলল, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা জালেম ছিলাম।" তাদের এই আর্তনাদ সব সময় ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম কর্তিত শস্যের ন্যায়, নিভে যাওয়া আগুনের মতো। আমি আসমান, জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। যদি আমি ক্রীড়া-কৌতুক গ্রহণ করতে চাইতাম, তবে আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই তা করতাম—যদি আমি তা করার হতাম। বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার ওপর আঘাত হানি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যা (আল্লাহ সম্পর্কে) বলছ, তার জন্য তোমাদের দুর্ভোগ।"

## ৩. তাফসীর (তাফসীরে ইবনে কাসিরের আলোকে):

- **আজাবের ভয়াবহতা:** যখন আল্লাহর আজাব প্রত্যক্ষ হয়, তখন পালানোর কোনো পথ থাকে না। কাফেররা তখন অনুশোচনা করে, কিন্তু সেই সময় তওবা কবুল হয় না। তাদের অবস্থা হয় কাস্তে দিয়ে কাটা শস্যক্ষেত বা নিভে যাওয়া আগুনের মতো—অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নিস্তব্ধ।

- **সৃষ্টির উদ্দেশ্য:** আল্লাহ আসমান ও জমিন অকারণে বা খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং এগুলো সত্য (হক) এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

- **সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব:** আল্লাহ তায়ালা সত্য বা হক দিয়ে বাতিল বা মিথ্যাকে আঘাত করেন (যেমন মাথার ওপর আঘাত করা), ফলে মিথ্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ইসলামের সত্যের সামনে কুফর ও শিরক এভাবেই বিলীন হয়ে যাবে।

## ৪. সারসংক্ষেপ:

মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, এটি কোনো ক্রীড়া-কৌতুক নয়। আল্লাহর আজাব আসার পর অনুশোচনা কোনো কাজে আসে না। সত্যের বিজয় এবং মিথ্যার বিনাশ আল্লাহর অমোঘ বিধান।

## প্রশ্ন-৪ | আয়াত নং ৩০ - ৩৫
## (او لم یر الذین کفروا ...থেকে ... والینا ترجعون পর্যন্ত)

### ১. উপস্থাপনা:
আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য, প্রাণিজগতের উৎস এবং মৃত্যুর অনিবার্যতার কথা তুলে ধরেছেন। মক্কার কাফেররা আল্লাহর একত্ববাদ অস্বীকার করত, তাই আল্লাহ সৃষ্টিতত্ত্বের অকাট্য দলিল দিয়ে তাদের ভ্রান্তি নিরসন করেছেন।

### ২. অনুবাদ:
কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং আমি প্রাণবান সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম? তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে এবং আমি তাতে প্রশস্ত পথ তৈরি করেছি, যাতে তারা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; অথচ তারা এর নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করছে। (হে নবী!) আপনার পূর্বেও আমি কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হবে? প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

### ৩. তাফসীর:
- **মহাবিশ্ব সৃষ্টি (বিগ ব্যাং ও পানি):** আল্লাহ তায়ালা বলেন, আকাশ ও পৃথিবী শুরুতে একটি পিণ্ড (রতক) ছিল, তিনি তা পৃথক (ফাতক) করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের 'বিগ ব্যাং' থিওরির সাথে এই আয়াতের মিল পাওয়া যায়। এছাড়া সকল জীবের মূল উপাদান যে পানি, তা-ও এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে।

- **পর্বত ও আকাশ:** পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য আল্লাহ পাহাড়কে পেরেকের মতো গেঁথে দিয়েছেন। আকাশকে তিনি এমন এক ছাদ বানিয়েছেন যা পৃথিবীকে মহাজাগতিক বিপদ থেকে রক্ষা করে।

- **মৃত্যুর বিধান:** কাফেররা মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করত। আল্লাহ বলেন, মৃত্যু সবার জন্যই অবধারিত। নবী মারা গেলে কাফেররাও তো অমর হবে না। দুনিয়ার সুখ-দুঃখ মূলত পরীক্ষার মাধ্যম।

**৪. সারসংক্ষেপ:**

আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতার নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সৃষ্টিজগৎ এবং জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র তিনি। ভালো-মন্দ দ্বারা পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বান্দাকে যাচাই করেন।

---

## প্রশ্ন-৫ | আয়াত নং ৪৫ - ৪৭

## (قل انما انذركم بالوحى ... থেকে ... وكفى بنا حسبين পর্যন্ত)

**১. উপস্থাপনা:**

এই আয়াতগুলোতে ওহীর মাধ্যমে সতর্কীকরণ এবং কেয়ামতের দিনের সূক্ষ্ম বিচার ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কাফেরদের উদাসীনতা এবং শেষ বিচারের দিন তাদের অনুশোচনার কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

**২. অনুবাদ:**

বলুন, "আমি তো কেবল ওহী দ্বারা তোমাদের সতর্ক করছি।" কিন্তু যারা বধির, তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সেই ডাক শোনে না। আপনার রবের আজাবের সামান্য ঝাপটাও যদি তাদেরকে স্পর্শ করে, তবে তারা অবশ্যই বলে উঠবে, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা নিশ্চয়ই জালেম ছিলাম।" আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, তবুও আমি তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।

**৩. তাফসীর:**

- **সতর্কবাণী:** মহানবী (সা.)-এর দায়িত্ব হলো ওহীর মাধ্যমে মানুষকে সাবধান করা। কিন্তু যাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে, তারা বধির ব্যক্তির মতো—সত্যের ডাক শোনে না।

- **আজাবের ভয়াবহতা:** দুনিয়াতে যারা অহংকার করে, আখেরাতের সামান্য আজাব দেখলেই তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে আর্তনাদ করবে। কিন্তু তখন আর তা কাজে আসবে না।

- **মীযানে আমল:** কেয়ামতের দিন 'মীযান' বা পাল্লা স্থাপন করা হবে। সেখানে অণু পরিমাণ ভালো বা মন্দ কাজেরও হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহর বিচার হবে নিখুঁত ও ইনসাফপূর্ণ।

**৪. সারসংক্ষেপ:**

ওহীর সতর্কবাণী উপেক্ষা করার পরিণাম ভয়াবহ। পরকালে আল্লাহর ন্যায়বিচারের পাল্লায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজেরও হিসাব দিতে হবে।

---

**প্রশ্ন-৬ | আয়াত নং ৫১ - ৫৪**
**(ولقد اتينا ابرهيم رشده... থেকে ... فى ضلل مبين পর্যন্ত)**

**১. উপস্থাপনা:**

আলোচ্য আয়াতগুলোতে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর বাল্যকাল এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁর যৌক্তিক অবস্থানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি মক্কার মুশরিকদের জন্য একটি বড় শিক্ষা ছিল, যারা ইব্রাহিম (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করত।

**২. অনুবাদ:**

আর আমি এর পূর্বে ইব্রাহিমকে তার সৎপথ (জ্ঞান ও হিদায়াত) দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, "এই মূর্তিগুলো কী, যার পূজায় তোমরা রত রয়েছ?" তারা বলল, "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।" তিনি বললেন, "তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলে।"

**৩. তাফসীর:**

- **ইব্রাহিম (আ.)-এর রুকদ বা প্রজ্ঞা:** আল্লাহ তায়ালা শিশুকালেই ইব্রাহিম (আ.)-কে সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিজের হাতে বানানো মূর্তি উপাসনার যোগ্য হতে পারে না।
- **বাপ-দাদার দোহাই:** মূর্তিপূজারিরা কোনো যুক্তি দেখাতে পারেনি, তারা কেবল অন্ধভাবে বাপ-দাদার দোহাই দিয়েছিল। ইব্রাহিম (আ.) সাহসিকতার সাথে তাদের মুখের ওপর বলে দিলেন যে, বাপ-দাদারা ভুল পথে থাকলে তাদের অনুসরণ করা বোকামি।

**৪. সারসংক্ষেপ:**

অন্ধ অনুকরণ বা প্রথা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সত্য ও তাওহীদের পথে অটল থাকাই নবীদের আদর্শ। শিরক হলো স্পষ্ট বিভ্রান্তি।

---

## প্রশ্ন-৭ | আয়াত নং ৭৮ - ৮২
## (وداود وسليمن اذ يحكمان... থেকে ... وكنا لهم حفظين পর্যন্ত)

**১. উপস্থাপনা:**

এই আয়াতগুলোতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর বিচারিক প্রজ্ঞা এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ কিছু মুজিজা ও নিয়ামতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নবীদের জ্ঞান যে আল্লাহরই দান, তা এখানে ফুটে উঠেছে।

**২. অনুবাদ:**

আর স্মরণ করুন দাউদ ও সোলায়মানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিলেন, যাতে রাতের বেলা কোনো সম্প্রদায়ের মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম। অতঃপর আমি সোলায়মানকে এর মীমাংসা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমি উভয়কেই প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আর আমি পর্বতমালা ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করত। আর আমিই ছিলাম এ সবের কর্তা। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? আর সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, যা তার আদেশে প্রবাহিত

হতো সেই ভূখণ্ডের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। আমি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। আর শয়তানদের মধ্যে কিছু তার জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এছাড়া অন্য কাজও করত। আমিই তাদের রক্ষাকারী ছিলাম।

**৩. তাফসীর:**

- **বিচারিক ঘটনা:** ঘটনাটি ছিল এমন—এক ব্যক্তির মেষপাল রাতে অন্যের শস্যক্ষেত নষ্ট করে ফেলে। দাউদ (আ.) ক্ষতিপূরণ হিসেবে মেষগুলো ক্ষেত মালিককে দিয়ে দেওয়ার রায় দেন। কিন্তু সোলায়মান (আ.) অধিকতর উত্তম রায় দেন: মেষগুলো ক্ষেত মালিক ততদিন ব্যবহার করবে (দুধ, পশম), যতদিন মেষ মালিক ক্ষেতটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে না দেয়। আল্লাহ সোলায়মান (আ.)-এর এই ইজতিহাদ বা ফয়সালা পছন্দ করেন।

- **মুজিজা:** দাউদ (আ.)-এর সুরে পাহাড় ও পাখি তাসবিহ পাঠ করত এবং তিনি লোহা দিয়ে বর্ম তৈরি করতেন। সোলায়মান (আ.)-এর হুকুমে বাতাস খুব দ্রুত এক মাস পথের দূরত্ব অতিক্রম করত এবং জিনেরা তার জন্য সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তা আহরণ ও নির্মাণ কাজ করত।

**৪. সারসংক্ষেপ:**

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আল্লাহর বিশেষ দান। নবীদের আল্লাহ এমন অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন যা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যাতে মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

---

**প্রশ্ন-৮ | আয়াত নং ৮৩ - ৮৮**

**(وايوب اذ نادى ربه... থেকে ...وكذلك ننجى المؤمنين পর্যন্ত)**

**১. উপস্থাপনা:**

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে হযরত আইয়ুব (আ.) ও ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিনদের জন্য এতে সান্ত্বনা রয়েছে।

## ২. অনুবাদঃ

আর স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, "আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতস্বরূপ এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ হিসেবে। আর স্মরণ করুন ইসমাইল, ইদ্রিস ও যুল-কিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল। আমি তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। আর স্মরণ করুন যুন-নূন (ইউনুস)-এর কথা, যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করব না। অতঃপর সে অন্ধকারের ভেতর থেকে আহ্বান করল, "তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র মহান! আমি তো জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।" তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

## ৩. তাফসীরঃ

- **আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যঃ** তিনি দীর্ঘকাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন এবং সম্পদ-সন্তান সব হারিয়েছিলেন। তিনি ধৈর্য হারাননি, কেবল আল্লাহর কাছে আরজি পেশ করেছিলেন। আল্লাহ তাকে সুস্থতা ও হারানো সব কিছু দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেন।

- **ইউনুস (আ.) ও মাছের পেটঃ** তিনি নিজ কওমের ওপর বিরক্ত হয়ে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। ফলে তিনি সাগরে নিক্ষিপ্ত হন এবং মাছ তাকে গিলে ফেলে। মাছের পেটের অন্ধকারে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন' পাঠ করেন। আল্লাহ এই দোয়ার বরকতে তাকে উদ্ধার করেন।

## ৪. সারসংক্ষেপঃ

বিপদে ধৈর্য হারাতে নেই। আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু; খাঁটি দিলে তওবা করলে ও ডাকলে তিনি কঠিন বিপদ থেকেও উদ্ধার করেন।

## প্রশ্ন-৯ | আয়াত নং ৯৪-১০০
## (فمن يعمل من الصلحت... থেকে ...وهم فيها لايسمعون পর্যন্ত)

### ১. উপস্থাপনা:

এই আয়াতগুলোতে নেক কাজের প্রতিদান, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব এবং কেয়ামতের দিন মূর্তিপূজারি ও তাদের উপাস্যদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

### ২. অনুবাদ:

যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করবে, তার প্রচেষ্টার অকৃতজ্ঞতা করা হবে না (বিফলে যাবে না)। আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, তাদের ফিরে আসা অসম্ভব; যতক্ষণ না ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেওয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। সত্য ওয়াদা (কেয়ামত) নিকটবর্তী হবে, তখন কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। (তারা বলবে) "হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা ছিলাম জালেম।" (হে মুশরিকরা!) নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করতে, সেগুলো সব জাহান্নামের জ্বালানি (খড়ি); তোমরা সেখানেই প্রবেশ করবে। যদি তারা ইলাহ হতো, তবে তারা সেখানে প্রবেশ করত না। আর সবাই তাতে চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে আর্তনাদ এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।

### ৩. তাফসীর:

- **ইয়াজুজ-মাজুজ:** কেয়ামতের অন্যতম বড় আলামত হলো ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ। তারা সংখ্যায় অগণিত হবে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

- **জাহান্নামের জ্বালানি:** মুশরিকদের অপমান করার জন্য আল্লাহ তাদের সাথে তাদের পূজিত পাথর বা মূর্তিদেরও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এতে তাদের আফসোস বাড়বে যে, যাদের তারা সাহায্যকারী ভাবত, আজ তারা নিজেরাই জাহান্নামের ইন্ধন।

**৪. সারসংক্ষেপ:**

ঈমানসহ নেক কাজই কেবল পরকালে মুক্তি দেবে। কেয়ামতের আলামত সত্য এবং শিরককারীদের পরিণতি হলো অনন্ত জাহান্নাম।

---

**প্রশ্ন-১০ | আয়াত নং ১০৪ - ১০৯**
**(يوم نطوى السماء... থেকে ...اقريب ام بعيد ما توعدون পর্যন্ত)**

**১. উপস্থাপনা:**

সূরা আল আম্বিয়ার শেষ অংশের এই আয়াতগুলোতে মহাবিশ্বের ধ্বংস, নেককারদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ এবং মহানবী (সা.)-এর বিশ্বজনীন রহমত হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

**২. অনুবাদ:**

সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন লিখিত নথিপত্র গুটিয়ে রাখা হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় তা সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা, আমি তা পালন করবই। আমি 'জিকর' (তাওরাত/উপদেশ)-এর পর 'যাবুর'-এ লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দারাই (জান্নাতের) ভূমির উত্তরাধিকারী হবে। নিশ্চয়ই এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু রয়েছে। (হে নবী!) আমি তো আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। বলুন, "আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হবে?" যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন, "আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি। আর আমি জানি না, তোমাদেরকে যে (আজাবের) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা নিকটে না দূরে।"

**৩. তাফসীর:**

- **আকাশ গুটিয়ে নেওয়া:** কেয়ামতের দিন আল্লাহ বিশাল আকাশমণ্ডলকে এমনভাবে গুটিয়ে নেবেন, যেভাবে লেখক তার খাতা বা নথিপত্র গুটিয়ে রাখে। এরপর নতুন করে সৃষ্টিজগত সাজাবেন।

- **উত্তরাধিকার:** নেককার বান্দাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের জমিন বা পৃথিবীর খেলাফত লিখে রেখেছেন। এটি আসমানি কিতাবসমূহে পূর্বেই ঘোষিত।

- **রাহমাতুল লিল আলামিন:** মহানবী (সা.) কেবল মুসলমানদের জন্য নন, বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত। তাঁর মাধ্যমেই মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছে।

**৪. সারসংক্ষেপ:**

কেয়ামত এবং পুনরুত্থান সুনিশ্চিত। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ করুণা। তাঁর আনীত তাওহীদের বাণী না মানলে পরিণতির দায় মানুষের নিজের।